# জানুয়ারি ৩-৯

## ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ১৫-১৬

### "বিশ্বাসঘাতকতা খুবই লজ্জাজনক!"

***প্রহরীদুর্গ* ১২ ৪/১৫ ৮ অনু. ৪**
**বিশ্বাসঘাতকতা—কালের এক অশুভ চিহ্ন!**

৪ প্রথমে, সেই কুচক্রান্তকারী দলীলা সম্বন্ধে বিবেচনা করুন, বিচারক শিম্‌শোন যার প্রেমে পড়েছিলেন। শিম্‌শোন ঈশ্বরের লোকেদের পক্ষ হয়ে পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। দলীলার যে শিম্‌শোনের প্রতি কোনো অনুগত প্রেম নেই সম্ভবত তা বুঝতে পেরে, পাঁচ জন পলেষ্টীয় ভূপাল শিম্‌শোনের মহাশক্তির রহস্য খুঁজে বের করার জন্য তাকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, যাতে তারা শিম্‌শোনকে হত্যা করতে পারে। অর্থলোভী দলীলা তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু শিম্‌শোনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করার ব্যাপারে তার প্রচেষ্টা তিন বার ব্যর্থ হয়েছিল। দলীলা তখন "প্রতিদিন বাক্য দ্বারা তাঁহাকে" পীড়াপীড়ি করে "ব্যস্ত করিয়া" তুলেছিলেন। অবশেষে, "প্রাণধারণে [শিম্‌শোনের] বিরক্তি বোধ হইল।" তাই শিম্‌শোন তাকে বলতে বাধ্য হন যে, তার চুল কখনো কাটা হয়নি আর যদি তা কাটা হয়, তাহলে তিনি তার শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। দলীলা সেটা জানতে পেরে, শিম্‌শোন যখন তার কোলের ওপর ঘুমিয়েছিলেন, তখন শিম্‌শোনের চুল ক্ষৌরি করিয়ে দিয়েছিলেন আর এরপর তাকে তার শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যাতে তারা তার প্রতি যা খুশি তা করতে পারে। (বিচার. ১৬:৪, ৫, ১৫-২১) দলীলার এই কাজ কতই না ঘৃণ্য ছিল! একমাত্র তার লোভের কারণেই দলীলা এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, যিনি তাকে ভালোবাসতেন।

***প্রহরীদুর্গ* ০৫ ১/১৫ ২৭ অনু. ৫**
**বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ বইয়ের প্রধান বিষয়গুলো**

**১৪:১৬, ১৭; ১৬:১৬.** কান্নাকাটি এবং ঘ্যানঘ্যানানি করে অন্য ব্যক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করা সম্পর্ককে নষ্ট করে।—হিতোপদেশ ১৯:১৩; ২১:১৯.

***প্রহরীদুর্গ* ১২ ৪/১৫ ১১-১২ অনু. ১৫-১৬**
**বিশ্বাসঘাতকতা কালের এক অশুভ চিহ্ন!**

১৫ বিবাহিত ব্যক্তিরা কীভাবে তাদের বিবাহসাথির প্রতি অনুগত থাকতে পারে? ঈশ্বরের বাক্য বলে: "তুমি আপন যৌবনের ভার্য্যায় [অথবা স্বামীতে] আমোদ কর" এবং "তুমি আপন প্রিয়া ভার্য্যার [অথবা প্রিয় স্বামীর] সহিত সুখে জীবন যাপন কর।" (হিতো. ৫:১৮; উপ. ৯:৯) দুজন সাথির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে শারীরিক ও আবেগগত উভয়ভাবেই নিজেদের সম্পর্ককে দৃঢ় রাখার জন্য অবশ্যই যথাসাধ্য করতে হবে। এর মানে হচ্ছে, ***পরস্পরের*** প্রতি মনোযোগ দেওয়া, ***পরস্পরের*** সঙ্গে সময় কাটানো এবং ***পরস্পরের*** আরও নিকটবর্তী হওয়া। তাদেরকে নিজেদের বিয়ে এবং যিহোবার সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। তা করার জন্য, দম্পতিদের ***একসঙ্গে*** বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে, ***একসঙ্গে*** নিয়মিতভাবে পরিচর্যায় কাজ করতে হবে এবং যিহোবার আশীর্বাদের জন্য ***একসঙ্গে*** প্রার্থনা করতে হবে।

### যিহোবার প্রতি অনুগত থাকুন

১৬ মণ্ডলীতে এমন সদস্যরা রয়েছে, যারা গুরুতর পাপ করেছে এবং যাদেরকে "তীক্ষ্ণভাবে" অনুযোগ করা হয়েছে, "যেন তাহারা বিশ্বাসে নিরাময়

হয়।” (তীত ১:১৩) আবার কাউকে কাউকে তাদের আচরণের জন্য সমাজচ্যুত করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। শাসনের দ্বারা “যাহাদের অভ্যাস জন্মিয়াছে,” তাদেরকে এটা আধ্যাত্মিকভাবে পুন-রুদ্ধার লাভ করতে সাহায্য করেছে। (ইব্রীয় ১২:১১) সমাজচ্যুত ব্যক্তিটি যদি আমাদের কোনো আত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে থাকেন, তাহলে? সেই সময় আমাদের আনুগত্য, সেই ব্যক্তির প্রতি নয় বরং ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আনুগত্য, ঝুঁকির মুখে থাকে। *কোনো* সমাজচ্যুত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার ব্যাপারে যিহোবার আজ্ঞা আমরা মেনে চলব কি না, তা দেখার জন্য তিনি আমাদের প্রতি লক্ষ রাখছেন।—***পড়ুন, ১ করিন্থীয় ৫:১১-১৩.***

### অমূল্য রত্ন

***প্রহরীদুর্গ ০৫* ৩/১৫ ২৭ অনু. ৬**
**যিহোবার শক্তিতে শিম্‌শোন জয়ী হন!**

শিম্‌শোন তার লক্ষ্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সং-কল্পবদ্ধ ছিলেন, যেটা ছিল পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ। ঘসা বা গাজায় একজন বেশ্যার বাড়িতে শিম্‌শোনের থাকার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, ঈশ্বরের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। শত্রু শহরে রাতের বেলা থাকার জন্য শিম্‌শোনের একটা জায়গার প্রয়োজন ছিল আর তা তিনি পেয়েছিলেন একজন বেশ্যার বাড়িতে। শিম্‌শোনের মনে কোনো অনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি অর্ধরাতে বা মাঝরাতে স্ত্রীলোকটির বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, নগর-দ্বারের কবাট ও দুই বাজু উপড়িয়ে ফেলেছিলেন এবং সেগুলোকে হিব্রোণের কাছে এক পর্বতের ওপরে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেটা প্রায় ৬০ কিলো-মিটার দূরে ছিল। এটা ঐশিক অনুমোদনে এবং ঈশ্বরদত্ত শক্তিতে করা হয়েছিল।—বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ১৬:১-৩.

# জানুয়ারি ১০-১৬

## ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | বিচারকর্ত্তৃ-গণের বিবরণ ১৭-১৯

### “ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করলে বিভিন্ন সমস্যা আসে”

***অন্তর্দৃষ্টি*-২ ৩৯০-৩৯১, ইংরেজি**
**মীখা**

**১.** ইফ্রয়িম বংশের একজন পুরুষ। মীখা তার মায়ের কাছ থেকে যে-টাকা চুরি করেন, তা তার মাকে ফিরিয়ে দেন। তার মা সেখান থেকে ২০০ শেকল রুপো এক রৌপ্যকারকে দেন আর সেই রৌপ্যকার তা দিয়ে “একটা খোদাই করা মূর্তি এবং একটা ছাঁচে ঢালা মূর্তি” তৈরি করেন। পরে সেগুলো মীখার বাড়িতে আনা হয়। মীখার ‘একটা ঘর ছিল, যেখানে তিনি তার মূর্তিগুলোর উপাসনা করতেন।’ তিনি কুলদেবতাদের মূর্তি এবং একটা এফোদ তৈরি করান আর তার এক ছেলেকে যাজক হিসেবে নিযুক্ত করেন। মীখা এবং তার পরিবার বলে যে, এই সমস্ত কিছু তারা যিহোবার সম্মানে করেছে কিন্তু আসলে তা পুরোপুরি ভুল ছিল। কারণ এই-রকমটা করে তারা প্রতিমাপূজা না করার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিল। (যাত্রা ২০:৪-৬) এ ছাড়া, তারা যিহোবার তাঁবু এবং তাঁর যাজকপদের প্রতিও সম্মান দেখায়নি। (বিচার ১৭:১-৬; দ্বিতীয় ১২:১-১৪) পরে মীখা যোনাথন নামে একজন লেবীয়কে তার যাজক হিসেবে রাখেন। মীখা এতে অনেক সন্তুষ্ট হয়ে বলেন: “এবার যিহোবা নিশ্চয়ই আমার মঙ্গল করবেন।” (বিচার ১৭:৭-১৩; ১৮:৪) কিন্তু, তার এই চিন্তা ভুল ছিল। এই যুবক লেবীয় হারো-ণের বংশধর নয়, বরং মোশির ছেলে গের্শোমের বংশধর ছিলেন। তাই, যোনাথন একজন যাজক হিসেবে সেবা করার যোগ্য ছিলেন না। যোনাথনকে একজন যাজক করার মাধ্যমে মীখা আরেকটা ভুল করেছিলেন।—বিচার ১৮:৩০; গণনা ৩:১০.

*অন্তর্দৃষ্টি*-২ ৩৯১ অনু. ২, ইংরেজি
**মীখা**

কিছুসময় পর, মীখা এবং তার লোকেরা দানীয়দের পিছু ধাওয়া করে। তাদের দেখার পর, দানীয়েরা মীখাকে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে?" মীখা বলেন: "আমি যে-দেবতাদের মূর্তিগুলো বানিয়েছিলাম, তোমরা সেগুলো নিয়ে নিয়েছ আর তোমরা আমার যাজককেও নিয়ে নিয়েছ। আমার সব কিছু লুট করার পর এখন জিজ্ঞেস করছ, 'কী হয়েছে?'" এতে দানীয়েরা মীখাকে সাবধান করে দেয় যে, মীখা এবং তার লোকেরা যদি তাদের পিছু ধাওয়া করা বন্ধ না করে এবং এই ব্যাপারে আর কিছু বলে, তা হলে তারা তাদের মেরে ফেলবে। মীখা যখন দেখেন, দানীয়েরা তার চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী, তখন তিনি বাড়ি ফিরে যান।—বিচার ১৮:২২-২৬.

## অমূল্য রত্ন

*প্রহরীদুর্গ ১৫* ১২/১৫ ১০ অনু. ৬
**ঈশ্বরের বাক্যের এক সমসাময়িক অনুবাদ**

৬ আমাদের যে যিহোবার নাম ব্যবহার করা উচিত, সেটার আরও প্রমাণ এখন আমরা পেয়েছি। *নতুন জগৎ অনুবাদ* বাইবেলের ২০১৩ সালের পরিমার্জিত সংস্করণে ঈশ্বরের নাম ৭,২১৬ বার ব্যবহার করা হয়েছে। আগের সংস্করণের চেয়ে তা ছয় বার বেশি। এগুলোর মধ্যে পাঁচটা জায়গায় সেই নাম ব্যবহার করার কারণ হল, সম্প্রতি প্রকাশিত ডেড সি স্ক্রোলস্-এর সেই জায়গাগুলোতে ঈশ্বরের নাম পাওয়া গিয়েছে। যে-পাঁচটা শাস্ত্রপদে তা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো হল ১ শমূয়েল ২:২৫; ৬:৩; ১০:২৬; ২৩:১৪, ১৬ পদ। এ ছাড়া, নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন প্রাচীন বাইবেল পাণ্ডুলিপি আরও অধ্যয়ন করার ফলে, বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ১৯:১৮ পদেও এই নাম যুক্ত করা হয়েছে।

# জানুয়ারি ১৭-২৩

## ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ২০-২১

### "সবসময় যিহোবাকে জিজ্ঞেস করুন"

*প্রহরীদুর্গ ১১* ৯/১৫ ৩২ অনু. ৩
**প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা করার সময় আপনি কি পীনহসের মতো হতে পারেন?**

গিবিয়ায় বিন্যামীন বংশের কিছু পুরুষ একজন লেবীয়ের উপপত্নীকে মর্মান্তিকভাবে বলাৎকার করে হত্যা করার পর, অন্যান্য বংশ বিন্যামীনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছিল। (বিচার. ২০:১-১১) যদিও লড়াই করতে যাওয়ার আগে তারা যিহোবার সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করেছিল কিন্তু তারা দু-বার পরাজিত হয়েছিল ও সেইসঙ্গে তাদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। (বিচার. ২০:১৪-২৫) তারা কি এই উপসংহারে এসেছিল যে, তাদের প্রার্থনা বিফল হয়ে গিয়েছে? যিহোবা কি আসলেই সেই অন্যায়ের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া দেখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন?

*প্রহরীদুর্গ ১১* ৯/১৫ ৩২ অনু. ৫
**প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা করার সময় আপনি কি পীনহসের মতো হতে পারেন?**

এই ঘটনা থেকে আমরা কোন শিক্ষা লাভ করতে পারি? মণ্ডলীতে উদ্ভূত কিছু সমস্যা, প্রাচীনদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং ঈশ্বরের সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করা সত্ত্বেও, থেকেই যায়। যদি তা-ই হয়, তাহলে প্রাচীনদের যিশুর এই কথাগুলো মনে রাখা উচিত: "যাচ্ঞা [বা প্রার্থনা] কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।" (লূক ১১:৯) এমনকী কোনো প্রার্থনার উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে বলে মনে হলেও, অধ্যক্ষরা এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারে যে, যিহোবা তাঁর নিরূপিত সময়ে উত্তর দেবেনই।

**অমূল্য রত্ন**

***প্রহরীদুর্গ* ১৪ ৫/১ ১১ অনু. ৪-৬, ইংরেজি**
**আপনি কি জানতেন?**

**প্রাচীন কালের যুদ্ধে কীভাবে ফিঙে ব্যবহার করা হত?**
দৈত্যাকৃতি গলিয়াৎকে হত্যা করার জন্য দায়ূদ ফিঙে ব্যবহার করেছিলেন। খুব সম্ভবত মেষপালক হিসেবে কাজ করার সময়টাতে তিনি এই ফিঙে ব্যবহার করা শিখেছিলেন।—১শমূ ১৭:৪০-৫০.

মধ্যপ্রাচ্যের পণ্ডিত ব্যক্তিরা এমন অনেক পাথর খুঁজে পেয়েছে, যেগুলো প্রাচীন কালে যুদ্ধের সময় ফিঙের জন্য ব্যবহার করা হত।

যিনি ফিঙে দিয়ে পাথর ছুড়তেন, তিনি ফিঙেটা মাথার উপর ঘোরাতেন এবং ফিঙের দুটো ফিতের মধ্যে একটা আলগা করে দিতেন। সেই পাথর একেবারে সঠিকভাবে ঘণ্টায় ১৬০ থেকে ২৪০ কিলোমিটার বেগে উড়ে যেত। পণ্ডিত ব্যক্তিরা জানে না যে, একটা তির যতদূর যেতে পারে, ফিঙে থেকে ছোড়া একটা পাথর ততদূর যেতে পারে কি না। তবে, সেই পাথর একটা তিরের মতোই মারাত্মক।—বিচার ২০:১৬.

# জানুয়ারি ২৪-৩০

## ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | রূতের বিবরণ ১-২

**"সবসময় অটল প্রেম দেখান"**

***প্রহরীদুর্গ* ১৬.০২ ১৪ অনু. ৫**
**যিহোবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনুকরণ করুন**

৫ রূতের পরিবার মোয়াবে বাস করত। তাই, তিনি তাদের কাছে ফিরে যেতে পারতেন আর তারা সম্ভবত তার যত্ন নিত। এ ছাড়া, তিনি মোয়াবের লোকজন, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বৈৎলেহমে গিয়ে রূৎ যে একইরকম পরিবেশ পাবেন, সেইরকম কোনো প্রতিজ্ঞা নয়মী করতে পারেননি। আর নয়মী এই বিষয়টা নিয়েও উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, তিনি সেখানে রূতের বিয়ে দিতে পারবেন কি না অথবা তার জন্য কোনো ঘর খুঁজে পাবেন কি না। তাই, নয়মী তাকে মোয়াবে ফিরে যেতে বলেছিলেন। আমরা যেমন দেখেছি, অর্পা "আপন লোকদের *ও আপন দেবতার* নিকটে ফিরিয়া গেল।" (রূৎ ১:৯-১৫) কিন্তু রূৎ নিজের লোকেদের কাছে ও মিথ্যা দেবতার কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি।

***প্রহরীদুর্গ* ১৬.০২ ১৪ অনু. ৬**
**যিহোবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনুকরণ করুন**

৬ মনে হয়, রূৎ তার স্বামী কিংবা নয়মীর কাছ থেকে যিহোবা সম্বন্ধে শিখেছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন, যিহোবা মোয়াবের দেবতাদের মতো নন। তিনি যিহোবাকে ভালোবেসেছিলেন এবং এটা বুঝতে পেরেছিলেন, যিহোবা তার প্রেম ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। তাই রূৎ একটা বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি নয়মীকে বলেছিলেন: "তোমার লোকই আমার লোক, তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।" (রূৎ. ১:১৬) আমরা যখন নয়মীর প্রতি রূতের ভালোবাসা সম্বন্ধে চিন্তা করি, তখন সেটা আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়। কিন্তু, যে-বিষয়টা আমাদের আরও বেশি প্রভাবিত করে তা হল, যিহোবার প্রতি রূতের ভালোবাসা। এই বিষয়টা বোয়সকেও প্রভাবিত করেছিল। তিনি পরে রূতের প্রশংসা করেছিলেন কারণ রূৎ "সদাপ্রভুর পক্ষের নীচে শরণ" বা আশ্রয় 'লইতে আসিয়াছিলেন।' **(পড়ুন, রূতের বিবরণ ২:১২.)** বোয়স যে-শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলো একটা পাখির ছানা যেভাবে তার মায়ের ডানার নীচে সুরক্ষা খোঁজে, সেই বিষয়টা মনে করিয়ে দেয়। (গীত. ৩৬:৭; ৯১:১-৪) আর যিহোবাও রূৎকে প্রেম-

ময় সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন এবং তার বিশ্বাসের জন্য তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। নিজের সিদ্ধান্তের জন্য রূৎ কখনোই আপশোস করেননি।

**অমূল্য রত্ন**

***প্রহরীদুর্গ ০৫*** **৩/১ ২৭ অনু. ১**
**রূতের বিবরণ বইয়ের প্রধান বিষয়গুলো**

**১:১৩, ২১—যিহোবাই কি নয়মীর জীবনকে দুঃখার্ত করেছিলেন এবং তাকে নিগ্রহ করেছিলেন বা তার ওপর দুর্ভোগ নিয়ে এসেছিলেন?** না, আর নয়মী ঈশ্বরকে কোনো অন্যায়ের জন্য অভিযুক্তও করেননি। কিন্তু, তার প্রতি যা কিছু ঘটেছিল, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভেবেছিলেন যে, যিহোবা তার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি দুঃখার্ত ও নিরৎসাহিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া, সেই সময়ে গর্ভের ফলকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং বন্ধ্যাবস্থাকে অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কোনো নাতিনাতনি না থাকায় ও সেইসঙ্গে দুই ছেলের মৃত্যু হওয়ায় নয়মী হয়তো এইরকম চিন্তা করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন যে, যিহোবা তার বিপক্ষ হয়েছেন বা তাকে অবনত করেছেন।

# জানুয়ারি ৩১–ফেব্রুয়ারি ৬

## ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | রূতের বিবরণ ৩-৪

### "সুনাম অর্জন করুন এবং তা বজায় রাখুন"

***অনুকরণ করুন*** **৪৭ অনু. ১৮**
**"এক চমৎকার মহিলা"**

১৮ বোয়স কথা বলেন আর নিঃসন্দেহে তার শান্ত, কোমল স্বর রূৎকে আশ্বস্ত করে। তিনি বলেছিলেন: "অয়ি বৎসে, তুমি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্রী, কেননা ধনবান কি দরিদ্র কোন যুবা পুরুষের অনুগামিনী না হওয়াতে তুমি প্রথমাপেক্ষা শেষে অধিক সুশীলতা দেখাইলে।" (রূৎ. ৩:১০) 'প্রথম' ঘটনা, নয়মীর সঙ্গে ইস্রায়েলে আসা এবং তার যত্ন নেওয়ার মধ্যে রূতের অনুগত প্রেমকে নির্দেশ করে। 'শেষ' ঘটনাটা হল, যেটা সবেমাত্র ঘটেছে। বোয়স লক্ষ করেছিলেন যে, রূতের মতো একজন যুবতী সহজেই তার চেয়ে যুবক কোনো ধনী অথবা দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে বেছে নিতে পারতেন। তা না করে, তিনি শুধুমাত্র নয়মীর প্রতিই নয় কিন্তু সেইসঙ্গে নয়মীর মৃত স্বামীর উদ্দেশেও ভালো কিছু করতে চেয়েছিলেন, যাতে সেই মৃত ব্যক্তির নাম তার নিজের দেশে টিকে থাকে। তাই এটা বোঝা কঠিন নয় যে, কেন বোয়স এই যুবতীর নিঃস্বার্থপরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

***অনুকরণ করুন*** **৪৮ অনু. ২১**
**"এক চমৎকার মহিলা"**

২১ তিনি যে সবার কাছে "এক চমৎকার মহিলা" হিসেবে পরিচিত, বোয়সের বলা এই কথাগুলো যখন রূৎ চিন্তা করেছিলেন, তখন তিনি কতই-না খুশি হয়েছিলেন! কোনো সন্দেহ নেই যে, যিহোবাকে জানার ও তাঁকে সেবা করার আকাঙ্ক্ষাই তাকে এই সুনাম এনে দিয়েছিল। এ ছাড়া, স্বেচ্ছায় তার কাছে অজানা এমন এক জীবনযাত্রা ও রীতিনীতি মেনে নেওয়ার দ্বারা তিনি নয়মী ও তার লোকেদের প্রতি গভীর দয়া ও অনুভূতি দেখিয়েছিলেন। আমরা যদি রূতের বিশ্বাস অনুকরণ করি, তাহলে আমরাও অন্যদেরকে এবং তাদের জীবনযাত্রা ও রীতিনীতির প্রতি গভীর সম্মান দেখানোর চেষ্টা করব। আমরা যদি তা করি, তাহলে দেখব যে, আমরাও এক সুনাম গড়ে তুলছি।

***অনুকরণ করুন*** **৫০ অনু. ২৫**
**"এক চমৎকার মহিলা"**

২৫ বোয়স রূৎকে বিবাহ করেছিলেন। এরপর বাইবেল বলে, "তিনি সদাপ্রভু হইতে গর্ব্ভধারণশক্তি

পাইয়া পুত্র প্রসব করিলেন।” বৈৎলেহমের নারীরা নয়মীকে আশীর্বাদ করেছিল এবং রূতের প্রশংসা করে বলেছিল যে, নয়মীর কাছে রূৎ সাত ছেলের চেয়েও আরও বেশি ভালো। আমরা জানি যে, পরে রূতের সন্তান মহান রাজা দায়ূদের পূর্বপুরুষ হয়েছিলেন। (রূৎ. ৪:১১-২২) আর দায়ূদ ছিলেন যিশু খ্রিস্টের পূর্বপুরুষ।—মথি ১:১.

**অমূল্য রত্ন**

***প্রহরীদুর্গ ০৫* ৩/১ ২৯ অনু. ৩**
**রূতের বিবরণ বইয়ের প্রধান বিষয়গুলো**

**৪:৬—কীভাবে একজন মুক্তিকর্তা মুক্ত করার দ্বারা তার অধিকারকে “নষ্ট” করতে পারতেন?** প্রথমত, একজন দরিদ্র হয়ে গিয়ে যদি তার জমির অধিকারকে বিক্রি করে দিতেন, তা হলে একজন মুক্তিকর্তাকে সেই জমি ক্রয় করতে হতো, যেটার মূল্য পরবর্তী যোবেল বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট বছরের সংখ্যানুযায়ী নির্ধারণ করা হতো। (লেবীয় পুস্তক ২৫:২৫-২৭) এটা করা তার নিজের সম্পত্তির মূল্যকে কমিয়ে দিত। অধিকন্তু, রূতের একটা ছেলে জন্মালে, সেই সময়ে বেঁচে থাকা মুক্তিকর্তার কোনো নিকট আত্মীয়ের পরিবর্তে সেই ছেলে ক্রীত জমির উত্তরাধিকারী হতো।

# ফেব্রুয়ারি ৭-১৩

## ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | ১ শমূয়েল ১-২

### “যিহোবার কাছে হৃদয় উজাড় করে প্রার্থনা করুন”

***অনুকরণ করুন* ৫৫ অনু. ১২**
**তিনি প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে তার হৃদয় উজাড় করে দিয়েছিলেন**

১২ এভাবে প্রার্থনার বিষয়ে ঈশ্বরের সমস্ত দাসের জন্য হান্না এক উদাহরণ স্থাপন করেছেন। যিহোবা সদয়ভাবে তাঁর লোকেদেরকে আমন্ত্রণ জানান, যাতে তারা কোনোরকম ইতস্তত বোধ না করে তাঁর কাছে খোলাখুলিভাবে কথা বলে, ঠিক যেমন এক নির্ভরশীল সন্তান একজন প্রেমময় বাবা অথবা মায়ের কাছে তাদের মনের কথা ও চিন্তার বিষয়গুলো খুলে বলে। (***পড়ুন, গীতসংহিতা ৬২:৮; ১ থিষলনীকীয় ৫:১৭.***) যিহোবার কাছে প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রেরিত পিতর এই সান্ত্বনাদায়ক কথাগুলো লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন: “তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেলিয়া দেও; কেননা তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।”—১ পিতর ৫:৭.

***প্রহরীদুর্গ ০৭* ৩/১৫ ১৬ অনু. ৪**
**হান্না যেভাবে শান্তি লাভ করেছিলেন**

এই সমস্তকিছু থেকে আমরা কী শিখতে পারি? আমরা যখন যিহোবার কাছে আমাদের দুশ্চিন্তাগুলো সম্বন্ধে প্রার্থনা করি, তখন আমরা আমাদের অনুভূতি তাঁকে জানাতে এবং আন্তরিক অনুরোধ করতে পারি। কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা যদি বেশি কিছু করতে না পারি, তা হলে আমাদের বিষয়টাকে যিহোবার হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এর চেয়ে ভাল পথ আর নেই।—হিতোপদেশ ৩:৫, ৬.

**অমূল্য রত্ন**

***প্রহরীদুর্গ ০৫* ৩/১৫ ২১ অনু. ৫**
**প্রথম শমূয়েল বইয়ের প্রধান বিষয়গুলো**

**২:১০—কেন হান্না প্রার্থনা করেছিলেন যে, যিহোবা “আপন রাজাকে বল দিবেন,” যখন ইস্রায়েলের মধ্যে কোনো মানব রাজা ছিল না?** ইস্রায়েলীয়দের যে একজন মানব রাজা থাকবে, সেই সম্বন্ধে মোশির ব্যবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৪-১৮) মৃত্যুশয্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় যাকোব বলেছিলেন: “যিহূদা হইতে

রাজদণ্ড [রাজকীয় কর্তৃত্বের এক প্রতীক] যাইবে না।" (আদিপুস্তক ৪৯:১০) এ ছাড়া, সারার—ইস্রায়েলীয়দের আদিমাতার—বিষয়ে যিহোবা বলেছিলেন: "তাহা হইতে লোকবৃন্দের রাজগণ উৎপন্ন হইবে।" (আদিপুস্তক ১৭:১৬) তাই, হান্না একজন ভাবি রাজা সম্বন্ধে প্রার্থনা করছিলেন।

# ফেব্রুয়ারি ১৪-২০

## ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | ১ শমূয়েল ৩-৫

### "যিহোবা সবার প্রতি চিন্তা দেখান "

*প্রহরীদুর্গ ১৮.০৯* **২৪ অনু. ৩**

**যিহোবা সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও বিবেচনা দেখান**

৩ শমূয়েল একেবারে ছোটো বয়সে আবাসে সেবা করতে শুরু করেছিলেন। (১ শমূ. ৩:১) এক রাতে, তিনি ঘুমিয়ে পড়ার পর খুবই উল্লেখযোগ্য এক বিষয় ঘটে। **(পড়ুন, ১ শমূয়েল ৩:২-১০.)** তিনি শুনতে পান, কেউ তার নাম ধরে ডাকছেন। শমূয়েল ভাবেন, বৃদ্ধ মহাযাজক এলি তাকে ডাকছেন। তাই, তিনি বাধ্যতা দেখিয়ে ঘুম থেকে ওঠেন এবং এলির কাছে দৌড়ে গিয়ে বলেন: "এই যে আমি; আপনি ত আমাকে ডাকিয়াছেন।" কিন্তু, এলি তাকে বলেন: "আমি ডাকি নাই।" এই একই বিষয় আরও দু-বার ঘটার পর এলি বুঝতে পারেন, ঈশ্বরই শমূয়েলকে ডাকছেন। তাই, এলি শমূয়েলকে বলেন যে, পরের বার এমনটা ঘটলে তার কী বলা উচিত আর শমূয়েল তার প্রতি বাধ্যতা দেখান। কেন যিহোবা একেবারে শুরুতেই শমূয়েলকে বলে দেননি যে, স্বয়ং তিনিই তাকে ডাকছিলেন? বাইবেল তা জানায় না। তবে এমনটা হতে পারে, যিহোবা এই কারণে বিষয়টা এভাবে ঘটিয়েছিলেন যে, তিনি শমূয়েলের অনুভূতির বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন।

*প্রহরীদুর্গ ১৮.০৯* **২৪ অনু. ৪**

**যিহোবা সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও বিবেচনা দেখান**

৪ **প্রথম শমূয়েল ৩:১১-১৮ পদ পড়ুন।** যিহোবার ব্যবস্থায় সন্তানদের এই আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন বয়স্ক ব্যক্তিদের, বিশেষ করে যাদের কর্তৃত্ব রয়েছে, তাদের প্রতি সম্মান দেখায়। (যাত্রা. ২২:২৮; লেবীয়. ১৯:৩২) তাই, এটা কল্পনা করা বেশ কঠিন যে, শমূয়েলের মতো একটি অল্পবয়সি ছেলে সকাল বেলায় এলির কাছে যাবে আর দৃঢ়ভাবে তাকে ঈশ্বরের কঠোর বিচারের বার্তা জানাবে। বাইবেল আমাদের জানায়, শমূয়েল "এলিকে ঐ দর্শনের বিষয় জানাইতে ভীত হইলেন।" কিন্তু ঈশ্বর এলির কাছে এটা স্পষ্ট করেছিলেন যে, স্বয়ং তিনিই শমূয়েলকে ডাকছেন। ফল স্বরূপ, এলি শমূয়েলকে বলেন, ঈশ্বর তাকে যা-কিছু জানিয়েছেন, তিনি যেন সেগুলোর কিছুই এলির কাছ থেকে গোপন না করেন। তাই, শমূয়েল এলির প্রতি বাধ্যতা দেখান এবং 'তাঁহাকে সেই সমস্ত কথা কহেন।'

### অমূল্য রত্ন

*প্রহরীদুর্গ ০৫* **৩/১৫ ২১ অনু. ৬**

**প্রথম শমূয়েল বইয়ের প্রধান বিষয়গুলো**

**৩:৩—শমূয়েল কি প্রকৃতপক্ষে অতি পবিত্রস্থানে শয়ন করতেন?** না, তিনি সেখানে শয়ন করতেন না। শমূয়েল ছিলেন কহাতীয়দের অযাজকীয় গোষ্ঠীর একজন লেবীয়। (১ বংশাবলি ৬:৩৩-৩৮) প্রকৃতপক্ষে, তাকে 'পবিত্র বস্তু দেখিতে ভিতরে যাইবার' অনুমতি দেওয়া হয়নি। (গণনাপুস্তক ৪:১৭-২০) পবিত্রস্থানের কেবল যে-অংশে শমূয়েল যেতে পারতেন, সেটা ছিল আবাসের প্রাঙ্গণ। তিনি নিশ্চয়ই সেখানেই শয়ন করেছেন। আর স্পষ্টতই এলি নিজেও প্রাঙ্গণের কোনো একটা জায়গায়

শয়ন করতেন। “ঈশ্বরীয় সিন্দুক যে স্থানে ছিল,” এই অভিব্যক্তিটি স্পষ্টতই আবাসস্থানকে নির্দেশ করেছিল।

# ফেব্রুয়ারি ২১-২৭

## ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | ১ শমূয়েল ৬-৮

### “আপনার রাজা কে?”

***অন্তর্দৃষ্টি*-২ ১৬৩ অনু. ১, ইংরেজি**
**ঈশ্বরের রাজ্য**

**মানুষের মধ্য থেকে একজন রাজা চাওয়া হয়।** অন্যান্য জাতির মতো ইজরায়েলীয়েরাও মানুষের মধ্য থেকে একজনকে রাজা হিসেবে চেয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা দেখিয়েছিল, তারা যিহোবাকে তাদের রাজা হিসেবে চায় না। (১শমূ ৮:৪-৮) কিন্তু, যিহোবা কি একটা রাজ্য নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা করেননি? তিনি এই বিষয়ে অব্রাহামের ও যাকোবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আর সেই-সঙ্গে যাকোব মারা যাওয়ার আগে বিছানায় শুয়ে যখন যিহূদা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করছিলেন, তখন যিহোবা এই বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। (আদি ৪৯:৮-১০) এ ছাড়া, তিনি ইজরায়েলকে মিশর থেকে বের করে আনার কিছুসময় পর (যাত্রা ১৯: ৩-৬), ব্যবস্থা চুক্তির মধ্যে (দ্বিতীয় ১৭:১৪, ১৫) এবং বালামকে দিয়ে তাঁর বার্তা প্রকাশ করার সময় (গণনা ২৪:২-৭, ১৭) এক রাজ্যের বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। আর শমূয়েলের মা হান্না প্রার্থনায় এই প্রত্যাশার বিষয়ে বলেছিলেন। (১শমূ ২:৭-১০) এটা ঠিক যে, যিহোবা একটা রাজ্যের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তবে তিনি তখনও সেই “পবিত্র রহস্য” সম্বন্ধে সমস্ত কিছু প্রকাশ করেননি। তিনি বলেননি, ঠিক কখন এই রাজ্য আনবেন। তিনি এও বলেননি, কীভাবে এই রাজ্য গঠন করা হবে অথবা কাদের নিয়ে গঠন করা হবে। এ ছাড়া, এই রাজ্য কোথায় হবে, স্বর্গে না কি পৃথিবীতে হবে, তা-ও তিনি বলেননি। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করার পর এটা স্পষ্ট যে, ইজরায়েলীয়েরা মানুষের মধ্য থেকে এক-জন রাজা চেয়ে তাদের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

***প্রহরীদুর্গ* ১১ ৭/১ ১৯ অনু. ১**
**হতাশাগুলো সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন**

শমূয়েল যখন প্রার্থনায় বিষয়টা যিহোবার কাছে নিয়ে এসেছিলেন, তখন যিহোবা কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তা লক্ষ্য করুন: “এই লোকেরা তোমার কাছে যাহা যাহা বলিতেছে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত কর; কেননা তাহারা তোমাকে অগ্রাহ্য করিল, এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করিল, যেন আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব না করি।” শমূয়েলের জন্য তা কতই না সান্ত্বনা-দায়ক কিন্তু এটা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অপমানজনক ছিল! একজন মানব রাজা থাকার কারণে ইস্রায়েলীয়দেরকে যে-উচ্চমূল্য দিতে হবে, সেই বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করার জন্য যিহোবা তাঁর ভাববাদীকে বলেছিলেন। শমূয়েল যখন সেই-মতো কাজ করেছিলেন, তখন তারা জোর দিয়ে বলেছিল: “না, আমাদের উপরে এক জন রাজা চাই।” শমূয়েল যিনি সবসময় তার ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য ছিলেন, তিনি যিহোবা যাকে বেছে নিয়েছিলেন তার কাছে গিয়ে তাকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন।—১ শমূয়েল ৮:৭-১৯.

***প্রহরীদুর্গ* ১০ ১/১৫ পৃষ্ঠা ৩০ অনু. ৯**
**যিহোবার শাসন পদ্ধতির ন্যায্যতা প্রতি-পাদিত হয়!**

৯ ইতিহাস যিহোবার সাবধানবাণীকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। মানব রাজার দ্বারা শাসিত হওয়া ইস্রায়েলের জন্য বিভিন্ন গুরুতর সমস্যা নিয়ে এসেছিল, বিশেষ করে সেই সময়ে যখন রাজা অবিশ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইস্রায়েলের সেই উদা-হরণের কথা মনে রেখে, এটা অবাক হওয়ার মতো

কোনো বিষয় নয় যে, যুগ যুগ ধরে মানুষের অধীনস্থ সরকার, যা যিহোবাকে জানে না, স্থায়ী মঙ্গল নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। এটা ঠিক যে, কিছু রাজনীতিবিদ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করার ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টার ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদের জন্য মিনতি করে থাকে কিন্তু কীভাবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিদের আশীর্বাদ করতে পারেন, যারা তাঁর শাসন পদ্ধতির বশীভূত হয় না?—গীত. ২:১০-১২.

### অমূল্য রত্ন

***প্রহরীদুর্গ ০২ ৪/১ ১২ অনু. ১৩***
**কেন বাপ্তাইজিত হবেন?**

১৩ যিহোবার সাক্ষি হিসেবে বাপ্তিস্ম নেওয়ার আগে আমাদের অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া দরকার। পরিবর্তন হল স্বেচ্ছায় নেওয়া এক পদক্ষেপ আর যিনি খ্রীষ্ট যীশুকে অনুসরণ করার জন্য অন্তর থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি নিজে থেকে তা নিয়ে থাকেন। এই ব্যক্তিরা তাদের আগের ভুল পথকে পরিত্যাগ করেন এবং ঈশ্বরের চোখে যা সঠিক তা করার সিদ্ধান্ত নেন। শাস্ত্রে, পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ইব্রীয় ও গ্রিক ক্রিয়াপদ কোন কিছু থেকে পিছু হটে আসা বা ফিরে আসাকে বোঝায়। এই কাজে অন্যায় পথ থেকে সরে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (১ রাজাবলি ৮:৩৩, ৩৪) পরিবর্তনের জন্য "মনপরিবর্ত্তনের উপযোগী কার্য্য" করা দরকার। (প্রেরিত ২৬:২০) এর জন্য মিথ্যা উপাসনাকে ত্যাগ করা, ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোর সঙ্গে মিল রেখে কাজ করা এবং যিহোবার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি দেখানো দরকার। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:২, ৮-১০; ১ শমূয়েল ৭:৩) আমাদের চিন্তা, উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন দেখা যায়। (যিহিষ্কেল ১৮:৩১) অধার্মিক স্বভাবগুলোর জায়গায় যখন আমরা নতুন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলি, তখন আমরা 'ফিরিয়া আসি।'—প্রেরিত ৩:১৯; ইফিষীয় ৪:২০-২৪; কলসীয় ৩:৫-১৪.

## ফেব্রুয়ারি ২৮–মার্চ ৬

### ঈশ্বরের বাক্যের গুপ্তধন | ১ শমূয়েল ৯-১১

### "শৌল প্রথমে নম্র ও বিনয়ী ছিলেন"

***প্রহরীদুর্গ ২০.০৮ ১০ অনু. ১১***
**নম্রতা ও বিনয়ী মনোভাব দেখিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করুন**

১১ ***রাজা শৌলের*** প্রতি কী ঘটেছিল, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। শুরুতে, তিনি একজন বিনয়ী যুবক ছিলেন। তিনি নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে জানতেন আর এমনকী তাকে যখন অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি দ্বিধা বোধ করেছিলেন। (১ শমূ. ৯:২১; ১০:২০-২২) তবে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শৌল অহংকারী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাজা হওয়ার পর থেকেই তার আচরণে এই গুণটা প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। একবার, ভাববাদী শমূয়েলের জন্য অপেক্ষা করার সময়ে তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর লোকেদের হয়ে কাজ করার জন্য যিহোবার উপর আস্থা রাখার পরিবর্তে শৌল নিজে হোমবলি উৎসর্গ করেছিলেন, যেটা করার অধিকার তার ছিল না। ফল স্বরূপ, শৌল প্রথমে যিহোবার অনুমোদন আর পরিশেষে রাজত্ব হারিয়েছিলেন। (১ শমূ. ১৩:৮-১৪) আমরা যদি এই সতর্কবাণীমূলক উদাহরণ থেকে শিক্ষা লাভ করি এবং অহংকারী হওয়া এড়িয়ে চলি, তা হলে আমরা বিজ্ঞ বলে প্রমাণিত হব।

***প্রহরীদুর্গ ১৪ ৩/১৫ ৯ অনু. ৮***
**যেভাবে আত্মত্যাগমূলক মনোভাব বজায় রাখা যায়**

৮ কীভাবে স্বার্থপর মনোভাব আমাদের আত্মত্যাগমূলক মনোভাবকে নষ্ট করে দিতে পারে, সেই সম্বন্ধে ইস্রায়েলের রাজা শৌল আমাদের জন্য

এক সতর্কবাণী হিসেবে কাজ করেন। শৌল যখন প্রথম রাজা হয়েছিলেন, তখন তিনি বিনয়ী এবং নম্র ছিলেন। (১ শমূ. ৯:২১) তিনি সেই ইস্রায়েলীয়দের শাস্তি দেননি, যারা তার শাসনপদ নিয়ে নেতিবাচক কথা বলেছিল, এমনকী যদিও সেই ঈশ্বরদত্ত পদের পক্ষে কথা বলার উপযুক্ত কারণ তার ছিল। (১ শমূ. ১০:২৭) অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে এক সফল যুদ্ধে ইস্রায়েলকে পরিচালনা দিয়ে রাজা শৌল ঈশ্বরের আত্মার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছিলেন। এর-পর, তিনি নম্রভাবে সেই জয়ের কৃতিত্ব যিহোবাকে দিয়েছিলেন।—১ শমূ. ১১:৬, ১১-১৩.

***প্রহরীদুর্গ ৯৫* ১২/১৫ ১০ অনু. ১**

**অম্মোনীয়রা—একটি জাতি যারা দয়ার প্রতি-দানে শত্রুতা করেছিল**

আবার অম্মোনীয়রা যিহোবার দয়ার প্রতিদানে শত্রুতা করেছিল। যিহোবা এই বিদ্বেষপূর্ণ ভীতি প্রদর্শনকে অবজ্ঞা করেননি। "[নাহশের] ঐ কথা শুনিলে পর ঈশ্বরের আত্মা শৌলের উপরে সবলে আসিলেন, এবং তাহার ক্রোধ অতিশয় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।" ঈশ্বরের আত্মার নির্দেশনার অধীনে শৌল ৩,৩০,০০০ জন যোদ্ধার এক বাহিনী একত্র করে অম্মোনীয়দের এমন সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ করে-ছিল যে "তাহাদের দুই জন এক স্থানে থাকিল না।" —১ শমূয়েল ১১:৬, ১১.

## অমূল্য রত্ন

***প্রহরীদুর্গ ০৫* ৩/১৫ ২২ অনু. ৮**

**প্রথম শমূয়েল বইয়ের প্রধান বিষয়গুলো**

**৯:৯—"যাঁহাকে ভাববাদী বলা যায়, পূর্ব্বকালে তাঁহাকে দর্শক বলা যাইত," এই অভিব্যক্তির তাৎপর্য কী?** এই কথাগুলো হয়তো ইঙ্গিত দেয় যে, ভাববাদীরা শমূয়েলের দিনে এবং ইস্রায়েলের রাজা-দের যুগে বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছিল আর "দর্শক" শব্দটির জায়গায় "ভাববাদী" শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। ভাববাদীদের বংশধারায় শমূয়েলকেই প্রথম বলে বিবেচনা করা হয়।—প্রেরিত ৩:২৪.

© 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania